ইচ্ছেডানা

ইঞ্চি দশেক লম্বা জিভ, মৌচাক ভেঙে খেতে ওস্তাদ, গাছের ডগায় বিছানা পাতে

সূর্য ভালুক

সাধারণ ভাল্লুক কেমন হয়, সেটা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না। সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে 'বি' ফর 'বিয়ার' পড়ে এসেছ। তবুও বলি, কালো বা বাদামি বিশাল এক প্রাণী হল গিয়ে ভালুক বা ভল্লুক। এমনকি সাদা-কালো যে পান্ডাকে আমরা চিনি সেও এক ধরনের ভালুকই। আজকে আমরা যে ভালুকের কথা আলোচনা করব তার গায়ের রং বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। শুধু রং নয়, এ ভালুকের গলার নীচে আর বুকের উপরের দিকে সুন্দর একটা চিহ্ন থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা একটা ইংরেজি 'ভি' আকৃতির দাগ বলে মনে হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে বিশাল গোল একটা ছোপ বলেও মনে হয়। তবে দেখতে যাই হোক, লোকে সেটাকে সকালের সূর্যোদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নাম দিয়েছে সান বিয়ার বা সূর্য ভালুক।

সূর্য ভালুকের আদি বাড়ি কোথায় বলো তো! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে। অর্থাৎ, চিনের দক্ষিণ অংশে। থাইল্যান্ড থেকে শুরু হয়ে একদম অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যেখানেই বন-জঙ্গল আছে সেখানেই সূর্য ভালুকদের বাড়ি। নামটা শুনে যদিও মনে হতে পারে তাদের আকার হয়তো বিশাল কিছু, আসলে কিন্তু তা নয়। ওরা বরং অন্য ভালুকদের তুলনায় একটু ছোটোখাটোই হয়। মাত্র ৫ ফুটের মতো উচ্চতা। আর ওজন হয় ১৫০ পাউন্ডের ধারে কাছে। আমেরিকান ভালুকদের গড় আকৃতি সূর্য ভালুকদের প্রায় দ্বিগুণ।

আকার ছোটো হওয়ায় অবশ্য সূর্য ভালুকদের একদিকে ভালোই হয়েছে। ওরা খুব গেছো স্বভাবের হয়। তুলনামূলক কম ওজন নিয়ে ওরা তরতর করে গাছে উঠে যেতে পারে। এই ভালুকের প্রজাতিটি যেমন শক্তিশালী তেমনিই চটপটে।

গাছে সূর্য ভালুকদের মূলত উঠতে হয় খাওয়ার জন্য। তবে ওরা আসলে গাছেই বাস করে। গাছের একদম মগডালের পাতাগুলিকে সুন্দরভাবে জড়ো করে সেটাকে বিছানা বানিয়ে শুয়ে পড়ে।

সূর্য ভালুকদের খাওয়াও খুব অভিনব। ওরা সর্বভূক, মানে উদ্ভিদ-প্রাণী উভয়ই খায়। সূর্য ভালুকদের প্রিয় খাবারের তালিকায় আছে পোকামাকড়, টিকটিকির মতো ছোটো সরীসৃপ, বেরি জাতীয় ফল। তবে ওদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার হচ্ছে মধু। এসব খাওয়ার জন্য সূর্য ভাল্লুকরা শ্বাস টেনে বড়ো করে মুখ হাঁ করে। তারপর ওদের ১০ ইঞ্চি লম্বা জিভটা বের করে। ওদের এই জিভ অন্য সব প্রাণী তো বটেই অন্য সব ভালুকদের চেয়েও বড়ো। প্রথমে তারা মৌচাকে একটা কামড় দিয়ে সেটা ছিড়ে আনে, এরপর জিভ ঢুকিয়ে ইচ্ছেমতো মধু চেটে খায়। মধুর সঙ্গে মৌমাছিদেরও চেটে খেয়ে ফেলতে পারে। শুধু মৌমাছি নয় অন্য সব পোকাদেরও চেটে এনে একেবারে সাবাড় করে ফেলে।

সূর্য ভালুকদের এই প্রজাতিটির অস্তিত্ব এখন বিপন্ন। চিড়িয়াখানার সুরক্ষিত পরিবেশে ২৫ বছর বাঁচতে পারা এই প্রাণীটি পৃথিবীর বুকে তাদের অস্তিত্ব বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না, যদি মানুষ তাদের প্রতি সহায় না হয়।

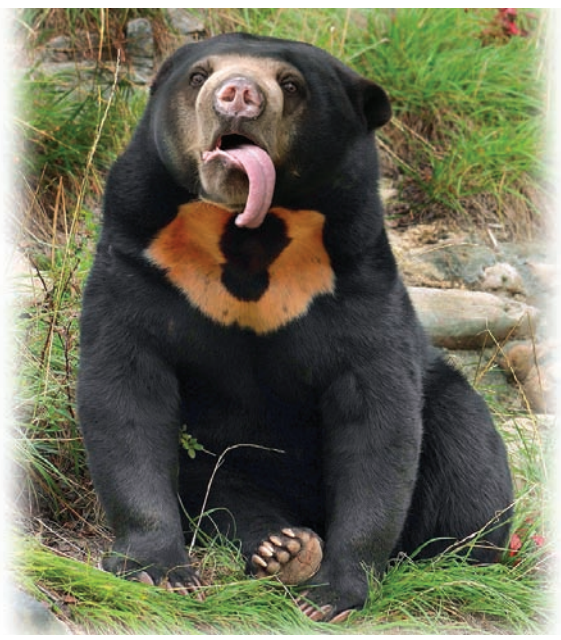

রাইমা সরকার, তৃতীয় শ্রেণি,
শিলিগুড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুল

শুভ চক্রবর্তী, দ্বিতীয় শ্রেণি,
ভোর অ্যাকাডেমি

শুভম রায়, পঞ্চম শ্রেণি,
জামালপুর হাইস্কুল

আঁকিবুকি

১. অঙ্কিতা সেন, পঞ্চম শ্রেণি, সুনীতি বালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, **২. পূর্বায়ন সরকার,** তৃতীয় শ্রেণি, হরিরামপুর বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, **৩. সৌম্যজিৎ রায়,** সপ্তম শ্রেণি, ফণীন্দ্র দেব ইন্সটিটিউশন, **৪. সৌরদীপ্ত রায়,** তৃতীয় শ্রেণি, জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল